JUL 06 2002

যুগান্তর

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

ক্রীড়া শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা

মোজাম্মেল হক চঞ্চল

শিক্ষার সঙ্গে ক্রীড়ার সম্পর্ক জোরদার করতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ কর্মসূচি নেয়া হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রতিটি জেলায় ক্র্যাশ প্রোগ্রাম হিসাবে একটি কমিউনিটি হল, ক্রীড়া সপ্তাহ পালন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক এবং ৫০ নম্বর বরাদ্দ করা। এছাড়া যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা হয় না সেগুলোকে এমপিওভুক্ত (মাসিক ভাতা) না করার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক

পরিকল্পনা : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৭

পরিকল্পনা : ক্রীড়া শিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করে ১৩ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- যুগ্ম সচিব (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), যুগ্ম সচিব (প্রকল্প) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুগ্ম সচিব (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ), মহাপরিচালক (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর), মহাপরিচালক, (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর), সচিব (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন), রেজিস্ট্রার (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), সচিব (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ), উপ-সচিব (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), পরিচালক (ক্রীড়া পরিদফতর), মহাপরিচালক (বিকেএসপি) ও সহকারী পরিচালক, সংগঠন (ক্রীড়া মন্ত্রণালয়)। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, দুই মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। এখাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফান্ডে প্রায় সাড়ে তিনশ' কোটি টাকা জমা পড়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আবার শুরু করার উদ্যোগ নেয়। শিক্ষা এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যৌথ অর্থায়নে প্রত্যেক জেলায় একটি করে কমিউনিটি হল নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। যা জেলার পাবলিক পরীক্ষার হল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে, পাশাপাশি খেলাধুলার জন্য জিমনেশিয়াম হিসাবে ব্যবহৃত হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে ক্রীড়া প্রশিক্ষণের জন্য ৫০ নম্বর নির্ধারিত রাখা ও বাধ্যতামূলক করা, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া প্রশিক্ষণের জন্য সময় নির্দিষ্ট রাখা, শর্ট কোর্স প্রবর্তনেরও পরিকল্পনা নেয়া হয়। এছাড়া সভায় প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে এলজিআরডি ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি করে খেলার মাঠ সংস্কারের প্রস্তাব রাখা হয়। ক্রীড়া প্রশিক্ষণকে জনপ্রিয় এবং প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ জোরদারকরণের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ পাওয়ার পর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সভায় যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত খেলাধুলা হয় না সে সব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত না করার ব্যাপারে একমত পোষণ করা হয়। এ ব্যাপারে খুব শিগগিরই জাতীয় কমিটি গঠন করা হবে। এছাড়া ৩১৭টি মাধ্যমিক স্কুলে মাত্র ৭৬ জন ক্রীড়া শিক্ষক রয়েছেন। বাকি ক্রীড়া শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্য বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতি বছর ২৪-৩১ ডিসেম্বর দেশে ক্রীড়া সপ্তাহ পালিত হবে। চারভাগে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রধান করে কমিটি থাকবে। এ পর্যায়ে স্কুল ও জুনিয়র ক্লাবসমূহ অংশ নেবে। জেলা পর্যায়ের দায়িত্বে থাকবেন জেলা প্রশাসক, উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত স্কুল ও ক্লাবসমূহে জেলা পর্যায়ে অংশ নেবে। বিভাগীয় কমিশনারকে চেয়ারম্যান করে বিভাগীয় পর্যায়ে ক্রীড়া সপ্তাহ উদ্‌যাপন কমিটি গঠন করা হবে। জেলা পর্যায়ের নির্বাচিত স্কুল ও ক্লাবসমূহ অংশ নেয়ার সুযোগ পাবে। দেশের ৬টি বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগীরা জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অংশ নেবে। জাতীয় পর্যায়ে উদ্‌যাপন কমিটির চেয়ারম্যান থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের (বিওএ) সভাপতি ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। বিওএ ক্রীড়া সপ্তাহ উদ্‌যাপনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেবে।